ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি এবং অন্যান্যরা

বনাম

চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব রাজ্য নির্বাচন বোর্ড এবং আরেকজন

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৮৩৭)

৩রা ডিসেম্বর,২০২০

[এল নাগেশ্বর রাও, হেমন্ত গুপ্তা এবং অজয় রস্তোগি, বিচারপতিগন]

পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রকৌশলী (দেওয়ানী) বিধি, ১৯৬৫ – আপিলকারীরা, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে পদোন্নতি পেয়ে, সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল দাবি করেছিলেন – একক বিচারক কর্তৃক মঞ্জুর – আদেশ বাতিল – আপিলে, স্থির করে: আপিলকারীদের দাবি ছিল সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে তাদের থেকে জুনিয়র দুজন, যারা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের সমতুল্য ৯-১৬ বছর চাকরি পূর্তির পরেই সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল – আপিলকারীরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে উক্ত ব্যক্তিরা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিলেন – যেখানে আপিলকারীরা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদে তাদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের মেয়াদে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন – পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীরা শুধুমাত্র প্রথম প্রজ্ঞাপনের শর্তানুসারে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী – সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য জারি করা দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন আপিলকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কারণ তারা পরিবর্তে প্রথম প্রজ্ঞাপন দ্বারা আচ্ছাদিত – হাইকোর্ট কর্তৃক পাস করা আদেশে কোনো ত্রুটি নেই।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করে:১.১. আপিলকারীদের সিভিল প্রবিধানের ধারা ৭(ক)(ii)-এর সাথে পঠিত ধারা ১০-এর অধীনে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। শ্রী কিরপাল সিং মঙ্গত এবং শ্রী রাজ কুমার গর্গ, যারা সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে আপিলকারীদের জুনিয়র ছিলেন, সিভিল প্রবিধানের ধারা ৭(ক)(i)-এর অধীনে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১.১.১৯৮৬ তারিখ থেকে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য দুটি সেট প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল।

ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি বনাম চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব রাজ্য নির্বাচন বোর্ড এবং অন্যরা

২৩.০৪.১৯৯০ তারিখের প্রজ্ঞাপনটি প্রথম প্রজ্ঞাপন। ২৪.০৫.১৯৯০ তারিখের প্রজ্ঞাপনটি দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য জারি করা হয়েছিল। তবে, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রথম প্রজ্ঞাপন অনুসারে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী বলা হয়েছিল। উক্ত দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি বোর্ডের সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল উভয় শাখার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য করার জন্য জারি করা হয়েছিল। উক্ত প্রজ্ঞাপনের নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রজ্ঞাপনটি সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল প্রবিধানের অধীনে জারি করা হয়েছে। আপিলকারীদের দাবি ছিল ৯/১৬ বছরের সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের জন্য প্রথম প্রজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে, যদিও আপিলকারীরা রিট পিটিশনের ১৮ অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি রিট পিটিশনের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি, তবে অন্য দুজন আপিলকারী কর্তৃক তা সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের বৈধতা ও ন্যায্যতা নিয়ে কোনো বিরোধিতা নেই। তাছাড়া, আপিলকারীরা একই ক্যাডারের সদস্য হওয়ায় সমান বেতনের দাবি কখনও করেননি। আপিলকারীদের দাবি ছিল কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ-এর সমতুল্য ৯-১৬ বছর চাকরি পূর্তির পরেই সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল। আপিলকারীরা তাদের প্রাথমিক নিয়োগের ৯ বা ১৬ বছরের মধ্যে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন, তাই তারা সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী নন। কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, যেখানে আপিলকারীদের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীরা শুধুমাত্র প্রথম প্রজ্ঞাপনের শর্তানুসারে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী। অতএব, আপিলকারীরা কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ-এর সাথে কোনো সমতার দাবি করার অধিকারী নন। হাইকোর্ট কর্তৃক পাস করা আদেশের ভিত্তিতে কিছু অন্যান্য কর্মচারীকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে, উপরোক্ত রায়গুলিতে প্রণীত নীতি এই আদালতের পরবর্তী রায় কৃষ্ণ কুমার ভিজ-এর রায়ের পরিপন্থী। এই মামলাগুলির অনেকগুলিতে বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজ করা হয়েছিল, তবে এই ধরনের খারিজ এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক নজির হবে না। বিশেষ অনুমতি আবেদন খারিজের আইনগত প্রশ্নে কোনো তাৎপর্য নেই। [অনুচ্ছেদ ৫-৯, ১৬-১৮] [৯৭১-এফ; ৯৭২-এ, জি; ৯৭৬-এইচ; ৯৭৭-এ-বি; ৯৭৯-বি-এইচ]

১.২.আপিলকারীরা কেবলমাত্র ডিপ্লোমা ধারক হওয়ায় বিধিগুলির ধারা ৭(ক)(ii)-এর সাথে পঠিত ধারা ১০.৪-এর অধীনে পদোন্নতি লাভ করেছিলেন। তাদের চাকরির ১২ বছর পর সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ ছিল, যা তারা কখনও গ্রহণ করেননি বা অসফল ছিলেন। আপিলকারীরা কেবলমাত্র তখনই কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ-এর সাথে সমতার দাবি করার অধিকারী হতেন যদি তারা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সেই কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত পদের বিপরীতে যোগ্য বিবেচিত এবং পদোন্নতি লাভ করতেন। ফলস্বরূপ, আপিলকারীরা কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ-এর সমতুল্য ৯/১৬ বছর পূর্তির পর সময়-ভিত্তিক পদোন্নতির দাবি করতে পারেন না। আপিলকারীরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে উক্ত ব্যক্তিরা বিধিগুলির ধারা ৯-এর অধীনে প্রদত্ত বিধিগুলির ধারা ৭(ক)(i)-এর অধীনে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিপরীতে, আপিলকারীদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডারে তাদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তাদের মেয়াদে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন যা কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গরগ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, আপিলকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কারণ তারা পরিবর্তে প্রথম প্রজ্ঞাপন দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের শর্তানুসারে, বোর্ডের যে কর্মচারীরা তাদের প্রাথমিক নিয়োগের ৯ বছরের মধ্যে পদোন্নতি অর্জন করেননি তারা সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী। যদি তারা প্রাথমিক ৯ বছরের মধ্যে পদোন্নতি লাভ করে থাকেন, তবে পরবর্তী পদোন্নতি তাদের ৩ বছর পূর্তির পর মঞ্জুর করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ২০-২২] [৯৮১ এফ-এইচ; ৯৮২-এ-ডি]

১.৩.অতএব, হাইকোর্ট বিতর্কিত রায়ে আইনত সঠিক ছিলেন যে কৃষ্ণ কুমার ভিজ-এর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আপিলকারীরা অন্যান্য মামলায় সমতার ভিত্তিতে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী নন। উক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক পাস করা আদেশে কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি যা এই আদালতের কোনো হস্তক্ষেপের কারণ হতে পারে। [অনুচ্ছেদ ২৩, ২৫] [৯৮২-ডি-এফ]

ভাকরা বিয়াস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বনাম রাজিন্দর সিং পাটপাটিয়া এবং আরেকজন (২০০২) ১ সাম্প্রতিক পরিষেবা বিচারক ৩২; কৃষাণ কুমার ভিজ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (রিট পিটিশন নং ১৯৩০৬ অফ ২০০৩) – উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাকরা বিয়াস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বনাম কৃষাণ কুমার ভিজ এবং আরেকজন (২০১০) ৮ এসসিসি ৭০১ [২০১০] ১০ এসসিআর ৪৬২;

কুনহায়াম্মেদ ও অন্যান্যরা বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ৬ এসসিসি ৩৫৯ : [২০০০] ১ সম্পূরক এসসিআর ৫৩৮ – নির্ভর করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১০] ১০ এসসিআর ৪৬২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১২
[২০০০] ১ সম্পূরক এসসিআর ৫৩৮	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার :২০২০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৮৩৭।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের লর্ডশিপের ০৯.০৪.২০১৪ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, লখনৌ বেঞ্চ, এলাহাবাদে এলপিএ নং ১০৮৫/২০১১।

সাথে

২০২০ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৮৩৫ ও ৩৮৩৬।

পি.এস. পাটওয়ালিয়া, প্রবীণ আইনজীবী, বি. কে. সাতিজা, কু. নেহা মেহতা, হিমাংশু সাতিজা, অনিল মিত্তাল, বিভূতি সুশান্ত গুপ্ত, রাম নরেশ যাদব, সতিন্দর এস. গুলাটি, শ্রীমতী প্রিয়া পুরী, কু. রশ্মি সচদেব, বিভাব শ্রীবাস্তব, কু. ইয়াতি শর্মা, আইনজীবীগণ হাজির পক্ষদের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্ত, বিচারপতি।

১. বর্তমান আপিলগুলি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ০৯.০৪.২০১৪ তারিখের একটি সাধারণ আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্তৃক দায়ের করা আন্তঃআদালত আপিলগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং লর্ডশিপের একক বিচারকের আদেশ, আপিলকারীদের ৯/১৬ বছরের সময়-ভিত্তিক সংশোধিত পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য রিট পিটিশনগুলি মঞ্জুর করার আদেশ বাতিল করা হয়েছিল।

২. আপিলগুলির ঘটনাগুলি একই রকম, তবে রেফারেন্সের জন্য, ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি এবং অন্যদের দায়ের করা আপিল থেকে ঘটনাগুলি নেওয়া হয়েছে। এখানকার আপিলকারীরা সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল দাবি করেছেন। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার পদ থেকে তাদের উক্ত পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। আপিলকারীদের পরিষেবা পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রকৌশলী (সিভিল) বিধি, ১৯৬৫[১] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩. বিধি ৭ অনুসারে সহকারী প্রকৌশলীর পদ পূরণ করতে হবে (১) বিধি ৯ অনুসারে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (২) বিধি ১০ অনুসারে পদোন্নতির মাধ্যমে; অথবা (৩) সরকার বা অন্য কোনো সরকার বা সরকারি উদ্যোগের অধীনে ইতিমধ্যেই কর্মরত কোনো কর্মকর্তার বদলির মাধ্যমে।

---

১)সংক্ষেপে, 'দেওয়ানী প্রবিধান'

বিধি ৯-এর অধীনে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হল কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিই। বিধিগুলি আরও অনুমতি দেয় কর্মরত সেকশন অফিসারদের যাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিন বা চার বছরের ডিপ্লোমা এবং ন্যূনতম ১২ বছরের যোগ্য পরিষেবা রয়েছে তারা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। অন্যদিকে, বিধি ১০-এ কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা রয়েছে এই শর্তে যে তাদের সংখ্যা সহকারী প্রকৌশলীদের মোট ক্যাডার পদের ৩০ শতাংশের বেশি হবে না।

৪. দেওয়ানী প্রবিধানের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

"৭. নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নীচে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেকোনো একটি দ্বারা, প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন নির্ধারিত হবে, পরিষেবাতে নিয়োগ করা হবে:

(ক) সহকারী প্রকৌশলীদের পদের ক্ষেত্রে।

(i) বিধি ৯-এ বর্ণিত সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে

(ii) বিধি ১০-এ বর্ণিত পদোন্নতির মাধ্যমে

(iii) সরকার বা অন্য কোনো রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বা সরকারি উদ্যোগের অধীনে ইতিমধ্যেই কর্মরত কোনো কর্মকর্তার বদলির মাধ্যমে।

সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্যতা

৯. কোনো ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এই (সিভিল) পদে নিয়োগ করা হবে না যদি না তিনি কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিই পাশ করে থাকেন (ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ/পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটি/পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটি ক্যালেন্ডার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত সমতুল্যতা)।

পিএসইবি-তে কর্মরত সেকশনাল অফিসার (সিভিল) যাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ৩/৪ বছরের ডিপ্লোমা রয়েছে এবং সেকশনাল অফিসার (সিভিল) হিসেবে সন্তোষজনক পরিষেবা রেকর্ডের সাথে ন্যূনতম ১২ বছরের যোগ্য পরিষেবা রয়েছে তারাও পদের জন্য আবেদন করার যোগ্য হবেন।"

<u>পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা</u>

১০.১. (ক) বোর্ডের অধীনে কর্মরত সেকশনাল অফিসার (সিভিল) যাদের রেকর্ড গড় মানের উপরে এবং যাদের কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগের যোগ্য হবেন, তবে শর্ত থাকে যে তাদের সংখ্যা সহকারী প্রকৌশলীদের মোট ক্যাডার পদের ২০% এর বেশি হবে না, বিডিএমবি/বিসিবি এবং ডেপুটেশন পদ বা যেখানে পিএসইবি সরাসরি তার কর্মকর্তাদের পোস্টিং দিতে পারে না (যেমন হাইড্রেল/ডিজাইন ডিরেক্টরেট, চণ্ডীগড়) সেই পদগুলি বাদ দিয়ে।

(খ) এই সংরক্ষণের অতিরিক্ত, প্রয়োজনীয় পরিষেবা/অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেকশনাল অফিসার (সিভিল) দের কোনো নির্দিষ্ট শতাংশ ছাড়াই মাঠ পর্যায়ের কাজের জন্য সহকারী প্রকৌশলীদের অতিরিক্ত শূন্য পদের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. উপরে উপ-বিধি (১) এবং (২) এর অধীনে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিধি-৯ এ নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী এবং তার উপরের পদে পদোন্নতির যোগ্য হবেন না।

৪. সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) এর ক্যাডার পদের ৯% বিভাগীয় কর্মচারীদের (কারিগরি অধস্তন এবং ড্রয়িং স্টাফ) জন্য সংরক্ষিত থাকবে যারা বোর্ডের চাকরিতে থাকাকালীন এএমআইই পরীক্ষার সেকশন (এ) এবং (বি) উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং তিন বছরের পরিষেবা সম্পন্ন করেছেন। (এটি ১৫ই এপ্রিল, ১৯৮৩ থেকে কার্যকর হবে)।

৫. আপিলকারীদের রিট পিটিশনের ৪ নং অনুচ্ছেদে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, সিভিল প্রবিধানের ধারা ৭(ক)(ii) এর সাথে পঠিত ধারা ১০ এর অধীনে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল, যা নীচে উল্লেখ করা হলো:

"৪. আবেদনকারীদের বিধি ৭(ক)(ii) অর্থাৎ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার গ্রেড। সার্ভিস থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে নিয়োগ করা হয়েছিল; যেখানে কিরপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গ্গ বিধি ৭(ক)(i) অর্থাৎ পিএসইবি রেগুলেশন ১৯৬৫ এর বিধি ৯ এর অধীনে প্রদত্ত সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন।"

৬. শ্রী কিরপাল সিং মঙ্গত এবং শ্রী রাজ কুমার গরগ, যারা সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে আপিলকারীদের জুনিয়র ছিলেন, সিভিল প্রবিধানের ধারা ৭(ক)(i)-এর অধীনে তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আপিলকারীদের পক্ষ থেকে কিরপাল সিং এবং রাজ কুমার গরগ-এর সাথে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের সমতার দাবিতে একটি স্মারকলিপি দাখিল করা হয়েছিল। ০৬.১১.২০১২ তারিখে উক্ত স্মারকলিপির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে নিম্নলিখিত প্রভাবের কথা বলা হয়েছিল:

"এবং যেখানে, ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি, এই (অবসরপ্রাপ্ত) ১৯৭৭ সালের ১৯শে আগস্ট থেকে পিএসইবি সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল) প্রবিধান, ১৯৬৫-এর বিধি ৭ এর সাথে পঠিত বিধি ১০-এর অধীনে তার পদোন্নতির মাধ্যমে এসও/সিভিল পদ থেকে এই/সিভিল পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৯৮৫ সালের ২২শে মার্চ থেকে এই (সিভিল) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। যেখানে ইঞ্জিনিয়ার কিরপাল সিং মঙ্গত এবং ইঞ্জিনিয়ার রাজ কুমার গরগ উভয়েই এই (বর্তমানে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)) এসও/সিভিল পদে কর্মরত থাকাকালীন সরাসরি নিয়োগের অধীনে এই/সিভিল পদের জন্য আবেদন করেন এবং এই/সিভিল পদের জন্য নির্বাচিত হন এবং নতুন নিয়োগপত্র পান।

এবং যেখানে, নথি থেকে এটা স্পষ্ট যে ইঞ্জিনিয়ার ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি, ইঞ্জিনিয়ার কিরপাল সিং এবং ইঞ্জিনিয়ার রাজ কুমার গর্গ যথাক্রমে ১৯৬২ সালের ৩রা জানুয়ারী, ১৯৬৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এবং ১৯৬৪ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে চাকরিতে যোগদান করেন এবং তাদের সকলের সহকারী প্রকৌশলীদের সরাসরি নিয়োগের কোটায় যাওয়ার সুযোগ ছিল। বোর্ড সহকারী প্রকৌশলী/সিভিল পদের জন্য সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যেখানে বিদ্যমান বোর্ডের কর্মচারীরাও আবেদন করতে পারত এবং সেই প্রতিযোগিতায় ইঞ্জিনিয়ার কে. এস. মঙ্গত এবং ইঞ্জিনিয়ার রাজ কুমার গরগ-ও আবেদন করেছিলেন এবং সহকারী প্রকৌশলী/সিভিল পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং কার্যকর তারিখ থেকে নতুন নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সময়ে সময়ে প্রণীত বোর্ডের বিধি অনুসারে কর্মরত আছেন।

৭. পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ১.১.১৯৮৬ তারিখ থেকে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য দুটি সেট প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। ২৩.০৪.১৯৯০[২] তারিখের প্রজ্ঞাপনের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

---

২)এরপরে "প্রথম প্রজ্ঞাপন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ সিং সোধি বনাম চেয়ারম্যান, পাঞ্জাব রাজ্য ৯৭৩

নির্বাচন বোর্ড এবং অন্য [হেমন্ত গুপ্তা, জে।]

"প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য

১. উপরে বর্ণিত নীতিগুলির ভিত্তিতে নির্ধারিত এবং বিজ্ঞাপিত প্রথম সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগের সুবিধা কোনো কর্মচারী কোনো পদে ৯ (নয়) বছর নিয়মিত চাকরি পূর্তির পর এবং দ্বিতীয় সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগের সুবিধা ১৬ (ষোল) বছর চাকরি পূর্তির পর পাবেন। যদি কোনো কর্মচারী সরাসরি নিয়োগের তারিখ থেকে ৯ বছর চাকরি পূর্তির আগে পরবর্তী উচ্চ পদে স্বাভাবিক পদোন্নতি লাভ করেন তবে তাকে প্রথম সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল দেওয়া হবে না। সরাসরি নিয়োগের তারিখ থেকে গণনা করা ১৬ বছর চাকরি পূর্তির পর তিনি দ্বিতীয় সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল পাওয়ার যোগ্য হবেন যদি না তিনি উপরোক্ত ১৬ বছর চাকরি পূর্তির আগে দ্বিতীয় স্বাভাবিক পদোন্নতি লাভ করেন। উপরন্তু, কোনো কর্মচারী তার চাকরির দৈর্ঘ্যের কারণে প্রথম পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিযুক্ত হলে প্রথম পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে তার নিয়োগের তারিখ থেকে কমপক্ষে তিন বছর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিযুক্ত হবেন না।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো কর্মচারী যিনি একটি নিয়োগকারী পদে ১৭ বছর চাকরি পূর্ণ করেছেন এবং ১.১.১৯৮৬ পর্যন্ত পদোন্নতি পাননি, তাকে ১.১.১৯৮৬ তারিখে প্রথম সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল এবং ১.১.১৯৮৯ তারিখে অর্থাৎ প্রথম সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে তিন বছর চাকরি পূর্তির পর দ্বিতীয় সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল প্রদান করা হবে।

২. যে কোনও ক্যাডারের প্রতিটি কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতি/পরিকল্পিত পদোন্নতি স্কেল বসানোর সময় নির্ধারিত সময়কালটি পরিষেবা শুরু হওয়ার তারিখ থেকে সর্বনিম্ন পদ পর্যন্ত গণনা করা হবে যেখানে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে জি নিয়মিত নিয়োগ করা হয়েছে।

৩.সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগের সময়, কর্মচারীকে পিএসইবি (সংশোধিত বেতন) বিধি, ১৯৮৮-এর বিধি ৮-এর বিধান অনুসারে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত পদোন্নতির উপর প্রাপ্য পদোন্নতির বেতন বৃদ্ধি(গুলি) প্রদান করা হবে।

৪.যদি বোর্ডের কোনো কর্মচারী ইতিমধ্যেই কর্মরত অবস্থায় উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে উচ্চ পদে সরাসরি নিযুক্ত হন, তবে সেই ক্যাডারে সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে চাকরির মেয়াদ গণনা সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত পদে যোগদানের তারিখ থেকে শুরু হবে।

৫.বোর্ড এই আদেশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ক্যাডারের সরাসরি নিয়োগের সর্বনিম্ন পদ(গুলি) উল্লেখ করে পৃথকভাবে তফসিল(গুলি) প্রস্তুত করবে।

৬.যে ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী ইতিমধ্যেই সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগের সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তী উচ্চ পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন, তার বেতন একই স্কেলে পরবর্তী ধাপে নির্ধারণ করা হবে। যদি তাকে এমন কোনো পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় যা সেই স্কেলের চেয়ে নিম্নতর যেখানে তিনি ইতিমধ্যেই সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিযুক্ত হয়েছেন, তবে তিনি কোনো বেতন বৃদ্ধির অধিকারী হবেন না এবং যে স্কেলে তিনি ইতিমধ্যেই নিযুক্ত হয়েছেন সেই স্কেলের বেতন গ্রহণ করতে থাকবেন।

৭.যেসব কর্মচারী তাদের পরবর্তী উচ্চ পদে পদোন্নতির জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা/পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত পূরণ করেন না, তাদেরকেও বোর্ডের তফসিল অনুসারে (উপরে ৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) নির্দিষ্ট সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগ করা হবে।

৮.কোনো প্রবীণ কর্মচারী কেবলমাত্র অন্য কোনো কর্মচারীর সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেলে নিয়োগ পাওয়ার কারণে তার সাথে কোনো বেতন বৈষম্যের দাবি করতে পারবে না।

৯.৯ বছর এবং ১৬ বছর চাকরির পর সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি/উদ্ভাবিত পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হবেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ।

২. পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো কর্মচারীকে ২৩ বছর নিয়মিত চাকরি পূর্তির পর পদোন্নতির বেতন বৃদ্ধি(গুলি) মঞ্জুর করা হবে যদি:

(i)তিনি ৯/১৬ বছর সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেলের সুবিধা পাননি।

(ii)তিনি তার কর্মজীবনে তিনটি নিয়মিত পদোন্নতি পাননি।

(iii)তিনি তার নিয়মিত চাকরিতে ১৬ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে তৃতীয় পদোন্নতি পাননি।

(iv) উপরে ২ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বেতন বৃদ্ধিগুলি অগ্রিম পদোন্নতির সুবিধার মতো যা পরবর্তী নিয়মিত পদোন্নতিতে সমন্বিত হবে।

৮. সুরিন্দর কুমার পাঠক এবং আর.কে. অরোরা ও অন্যান্যের দায়ের করা অন্য দুটি আপিলের রেকর্ডের অংশ আরেকটি প্রজ্ঞাপন, যার তারিখ ২৪.০৫.১৯৯০[৩]। এটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

"দপ্তর আদেশ নং ১৯৫/পিআরসি/ফিন-১৯৮৮, তারিখ ৩১.৩.১৯৯০-এর পরিবর্তে, পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আদেশ দিতে পেরে আনন্দিত যে একজন সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীকে পরবর্তী উচ্চতর স্কেল, অর্থাৎ ৩০০০-৫০০০ টাকায় নিয়োগ করা হবে এবং ১০ম বছরে অর্থাৎ সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে ৯ (নয়) বছর নিয়মিত চাকরি পূর্তির পর ন্যূনতম ৩৫০০/- টাকা বেতন প্রদান করা হবে। একইভাবে, তাকে ১৭তম (সপ্তদশ) বছরে অর্থাৎ সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে ১৬ (ষোল) বছর নিয়মিত চাকরি পূর্তির পর পরবর্তী উচ্চতর স্কেল, অর্থাৎ ৪০০০-৬৩০০ টাকায় নিয়োগ করা হবে।

পরবর্তী উচ্চতর স্কেলটি নীচে উল্লেখ করা হলো:

এই/এইই	(i)	২২০০-৫০-২৪০০-৬০-২৭০০-১০০-৪০০০-১২৫-৪২৫০ (সহ)	মূল স্কেল
	(ii)	৩০০০-১০০-৪০০০-১২৫-৫০০০-১৫০-৫৬০০	পরবর্তী উচ্চতর স্কেল, ১০ম বছরে অর্থাৎ চাকরি পূর্তির পর ন্যূনতম বেতন ৩৫০০/- টাকা সহ
	(iii)	৪০০০-১২৫-৫০০০-১৫০-৫৯০০-২০০-৬৩০০	১৭তম বছরে দ্বিতীয় পরবর্তী উচ্চতর স্কেল
এক্সেন		৩০০০-১০০-৪০০০-১২৫-৪৫০০-১২৫-৫০০০-১৫০-৫৯০০	মূল স্কেল
			পরবর্তী উচ্চতর স্কেল

৩)এরপরে "দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. উপরোক্ত উচ্চতর স্কেলগুলি কেবলমাত্র পিএসইবি, সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রিক্যাল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(i)-এর সাথে পঠিত বিধি-৯/পিএসইবি সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(i)-এর সাথে পঠিত বিধি ৯ অনুসারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। বিধি ৭-ক(ii)-এর সাথে পঠিত বিধি-১০-এর বিধান অনুসারে পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত সহকারী প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে সচিব/অর্থ দফতরের অফিস আদেশ নং ১৯৭/পিআরসি/ফিন-১৯৮৮, তারিখ ২৩.৪.১৯৯০-এর মাধ্যমে প্রচারিত নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

দ্রষ্টব্য:- বিভাগীয় কর্মচারী (কারিগরি অধস্তন ও ড্রয়িং স্টাফ) যারা বোর্ডের চাকরিতে থাকাকালীন পিএসইবি সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রিক্যাল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(ii)-এর সাথে পঠিত বিধি-১০(৭)/পিএসইবি সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(ii)-এর সাথে পঠিত বিধি-১০(৪)-এর অধীনে তাদের মধ্য থেকে পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত কোটার বিপরীতে এই (ইলেকট্রিক্যাল)/(সিভিল) পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন, তাদেরকে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রিক্যাল)-এর বিধি ৭-ক(i)-এর সাথে পঠিত বিধি-৯/সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল)-এর বিধি ৭-ক(i)-এর সাথে পঠিত বিধি-৯-এর অধীনে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের মতো সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী/নির্বাহী প্রকৌশলী/এক্সেন পদে ৯-১৬ বছর নিয়মিত চাকরির পর উপরোক্ত পরবর্তী উচ্চতর স্কেল মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সহকারী প্রকৌশলী পদে যোগদানের তারিখ থেকে নির্ধারিত মেয়াদ গণনা করা হবে। একইভাবে, ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট/এএমআইই উত্তীর্ণ/এএমআইই উত্তীর্ণ ব্যক্তি যারা বোর্ডের চাকরিতে যোগদানের আগে এই যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (ইলেকট্রিক্যাল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(ii)-এর সাথে পঠিত বিধি-১০(৯)/সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স (সিভিল) প্রবিধান-১৯৬৫-এর বিধি ৭-ক(ii)-এর সাথে পঠিত বিধি-১০(৬)-এর বিধান অনুসারে তাদের মধ্য থেকে পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত কোটার বিপরীতে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।"

৯. সুতরাং, দ্বিতীয় সার্কুলারটি সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলীদের সময়-ভিত্তিক পদোন্নতি স্কেল মঞ্জুর করার জন্য জারি করা হয়েছিল।

প্রথম প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতি স্কেল পাওয়ার অধিকার ছিল। বোর্ডের সিভিল ও বৈদ্যুতিক শাখায় সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়ার জন্য উক্ত দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। উক্ত প্রজ্ঞাপনের নোটে উল্লেখ করা হয়েছে যে সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল প্রবিধানের অধীনে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। আরও ভাল বোঝার উদ্দেশ্যে, বিকল্প প্রবিধান হিসাবে প্রবিধানগুলিকে এক সারিতে রাখার জন্য বিন্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে।

১০. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতির জন্য একই দাবি তুলেছিলেন ভাকড়া বিয়াস ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কাজ করা পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী রাজিন্দর সিং পাটপাটিয়া, যিনি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন, সেই রিট পিটিশনটি অনুমোদিত একক বিচারক ২৬.০৮.১৯৯৯-এ মঞ্জুর করেছিলেন এবং ভাকড়া বিয়াস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বনাম রাজিন্দর সিং পাটপাটিয়া এবং আনার হিসাবে রিপোর্ট করা রায় অনুসারে ১৩.০৮.২০০১-এ এর বিরুদ্ধে আন্তঃ-আদালতের আপিল খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল। ডিভিশন বেঞ্চের এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ ছুটির আবেদনটিও ১৫.২.২০০২-এ খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল।

১১। সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হিসাবে আবেদনকারীদের কনিষ্ঠ টি. আর. বনসল নামে আরেকটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। এই আদেশের বিরুদ্ধে বিশেষ অনুমতি আবেদনটি এই আদালত দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, টি. এস. বেহল এবং অন্যান্যদের দ্বারা ২০০৪ সালের রিট পিটিশন নং ৪৬৮-কে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত করা হয়েছিল।

১২। ২০০৩ সালের ১৯৩০৬ নং রিট পিটিশন, কৃষ্ণ কুমার ভিজ বনাম পঞ্জাব রাজ্য, পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে সময়সীমার পদোন্নতি স্কেল দাবি করে দায়ের করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারীরা 'ভাকড়া ব্যাস ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত বোর্ড পঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ড কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপনটি গ্রহণ করেছিল। রিট পিটিশনটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। হাইকোর্টের আদেশটি অবশ্য পরে এই আদালত দ্বারা ভাকড়া ব্যাস ম্যানেজমেন্ট বোর্ড বনাম কৃষ্ণ কুমার ভিজ এবং আন' হিসাবে রিপোর্ট করা একটি রায়ে বাতিল করা হয়েছিল।

১৩. আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ কাউন্সেল মিঃ পাটওয়ালিয়া যুক্তি দিয়েছিলেন যে একবার আবেদনকারীদের সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হলে, অন্যান্য জুনিয়রদের সমতুল্য যারা দ্বারা নিযুক্ত হতে পারে

(২০০২) ১ সাম্প্রতিক পরিষেবা রায় ৩২

(২০১০) ৮এসসিসি ৭০১

সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, বেতন স্কেলের ক্ষেত্রে কোনও বৈষম্য থাকতে পারে না এবং তারা। পে-এর ক্ষেত্রে সমান আচরণের অধিকারী। এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং ১৪ বছর পরে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। সিভিল প্রবিধানের রেগুলেশন ৭-এর পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীদের সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতা ছিল। অতএব, আবেদনকারীদের সরাসরি নিযুক্ত সহকারী ইঞ্জিনিয়ারদের তুলনায় আলাদাভাবে বিবেচনা করা যায় না। সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ইঞ্জিনিয়ারদের সময়সীমার পদোন্নতির স্কেল দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তাদের চেয়ে প্রবীণ আবেদনকারীদের এই ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এইভাবে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এটি উত্তরদাতাদের একটি স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারী এবং বৈষম্যমূলক কাজ যা আইনে টেকসই ছিল না। এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে টি. আর. বনসল এবং টি. এস. বেহলের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যাদের একইভাবে পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। তারা সময়সীমার প্রচারমূলক স্কেলের অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তাদের দায়ের করা পৃথক রিট পিটিশনে হাইকোর্টের আদেশ অনুসারে।

যাইহোক, আবেদনকারীদের মামলা খারিজ করার সময়, হাইকোর্ট এই আদালতের কৃষ্ণ কুমার ভিজ মামলার একটি রায়ের উপর নির্ভর করেছিল যা ভাকড়া ব্যাস ম্যানেজমেন্ট বোর্ডের একজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের দাবি নিয়ে কাজ করেছিল, তাই রায়টি অনুরূপ তথ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

১৪, শ্রী পাটওয়ালিয়া দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, প্রথম প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পদোন্নতি স্কেলের জন্য বিবেচনা করতে হবে। প্রথম প্রজ্ঞাপনের ধারা ২ (iii) অনুসারে, ২৩ বছরের চাকরি শেষ করার পরে একজন কর্মচারীও উক্ত প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী, যদি তিনি ৯/১৬ বছরের স্কিম থেকে উপকৃত না হন।

১৫। অন্যদিকে, উত্তরদাতাদের আইনজীবী শ্রী গুলাটি যুক্তি দেখান যে, সময়বদ্ধ পদোন্নতি স্কেল শুধুমাত্র প্রথম প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারীদের মতো পদোন্নতিপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যেখানে বলা হয়েছে যে, কোনও কর্মচারী কোনও পদে ৯ বছরের নিয়মিত পরিষেবা এবং ১৬ বছরের পরিষেবা শেষ করার পরে দ্বিতীয়বার আবদ্ধ পদোন্নতি স্কেল সম্পন্ন করার পরে পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী হবেন। যদি কোনও কর্মচারী ৯ বছরের পরিষেবা শেষ হওয়ার আগে পরবর্তী উচ্চতর পদে স্বাভাবিক পদোন্নতি পান, তবে তিনি প্রথমবার আবদ্ধ পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী হবেন না। তবে সরাসরি নিয়োগের তারিখ থেকে গণনা করা ১৬ বছরের পরিষেবা শেষ করার পরে তিনি দ্বিতীয় প্রচারমূলক স্কেল পেতে সক্ষম হবেন, তবে শর্ত থাকে যে তিনি

উপরোক্ত ১৬ বছরের চাকরি শেষ হওয়ার আগে দ্বিতীয় স্বাভাবিক পদোন্নতি পাওয়া যায় না। এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি কোনও পর্যায়ে আপিলকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হয়নি।

১৬. মিঃ পাটওয়ালিয়ার উত্থাপিত যুক্তিতে আমরা কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। আপিলকারীদের দাবিটি বছরের পর বছর সময়সীমার পদোন্নতির স্কেলের জন্য প্রথম প্রজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল যদিও আপিলকারীরা রিট পিটিশনের ১৮ অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি এমনকি রিট পিটিশনের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি, তবে এটি আরও দু 'জন আপিলকারী সুরিন্দর কুমার পাঠক এবং আর কে অরোরা সংযুক্ত করেছেন। দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের বৈধতা এবং বৈধতা নিয়ে কোনও বিরোধিতা নেই। তারপরেও, আপিলকারীরা কখনও দাবি করেননি যে একই ক্যাডারের সদস্য হওয়ার জন্য সমান বেতন থাকা উচিত। আবেদনকারীদের দাবি ছিল ৯-১৬ বছরের চাকরি শেষ করার পরে কেবলমাত্র কৃপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গার্গের সমতুল্য সময়সীমার প্রচারমূলক স্কেলের জন্য।

১৭. আমরা দেখতে পাই যে, আবেদনকারীরা তাঁদের প্রাথমিক নিয়োগের ৯ বা ১৬ বছরের মধ্যে পদোন্নতি পেয়েছিলেন, তাই তাঁরা 'সময়বদ্ধ পদোন্নতি স্কেল "-এর অধিকারী নন। কৃপাল সিং মঙ্গত ও রাজ কুমার গর্গকে সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) হিসাবে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল, যেখানে আবেদনকারীদের সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীরা শুধুমাত্র প্রথম প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে সময়বদ্ধ পদোন্নতি স্কেলের অধিকারী। অতএব, আবেদনকারীরা কৃপাল সিং মঙ্গত ও রাজ কুমার গার্গের সাথে কোনও সমতা দাবি করার অধিকারী নন।

১৮. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইকোর্টের আদেশের ভিত্তিতে অন্যান্য কিছু কর্মচারীকে সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তবে, উপরোক্ত রায়ে বর্ণিত নীতিটি কৃষ্ণ কুমার ভিজ-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের পরবর্তী রায়ের পরিপন্থী। এই মামলাগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ ছুটির আবেদন খারিজ করা হয়েছিল কিন্তু এই ধরনের বরখাস্তগুলি এই আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক নজির হবে না। এই যুক্তিটি কৃষ্ণ কুমার ভিজ-এর ক্ষেত্রেও উত্থাপিত এবং পরীক্ষা করা হয়েছিল যেখানে এই আদালত এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে কুনহয়াম্মাদ ও অন্যান্য বনাম কেরালা রাজ্য (২০০০) ৬ এসসিসি <৩৫৯.Therefore হিসাবে রিপোর্ট করেছে, বিশেষ ছুটির আবেদনগুলি খারিজ করার কোনও ফলাফল নেই আইনের প্রশ্নের উপর। কৃষ্ণ কুমার ভিজ-এ নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলঃ

"২২, আমরা ইতিমধ্যে রেগুলেশন ৯-এর সঙ্গে পঠিত ১৯৯০-এর আদেশের ২য় ধারা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করেছি, যা শুধুমাত্র সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলীদের মধ্যে সুবিধা সীমাবদ্ধ করে, যার অর্থ হল যে একজনকে অবশ্যই প্রবিধানের অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে, তাহলেই কেবল কর্মচারীর সুবিধা হবে, অন্যথায় নয়। এতে সংযুক্ত নোটে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেগুলেশন ১০ (৪)-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ৭ (এ) (ii)-এর অধীনে পদোন্নতি পাওয়া কর্মচারীরাও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছেন বলে মনে করা হবে। এই আইনি কল্পকাহিনী সীমিত। এটি কেবল সেই কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ৪র্থ ধারায় অন্তর্ভুক্ত বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পদোন্নতি পেয়েছেন।

এইভাবে, যে কর্মচারীরা এ. এম. আই. ই পরীক্ষার পার্ট (এ) এবং (বি) উভয় ক্ষেত্রেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ৯ শতাংশ পদে পদোন্নতি পেয়েছিলেন, তাঁদের কাল্পনিকভাবে সরাসরি নিয়োগ হিসাবে বিবেচনা করা হত। সুতরাং, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, কেবলমাত্র সেই সহকারী প্রকৌশলীরা, যাঁরা সরাসরি নিয়োগ পেয়েছিলেন বা সরাসরি নিয়োগের জন্য নির্ধারিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, তাঁদেরই উচ্চতর মাত্রায় পদোন্নতি দেওয়া হত যদি তাঁরা উক্ত পদের ক্যাডার শক্তির ৯ শতাংশ কোটার মধ্যে পড়ে।

২৩. ১৯৯০ সালের আদেশে বিবেচনা করা হয়েছে যে এটি প্রবিধান অনুসারে অনুসরণ করা হবে যা বিধান করে যে কেবলমাত্র প্রবিধান ৭ (ক) (যদি) প্রবিধান ১০ (৪) এর সাথে পঠিত হয় তবে সরাসরি নিয়োগ হিসাবে বিবেচিত হবে। অন্য কথায়, এটি তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা সরাসরি নিয়োগকারীদের সমতুল্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তাদের সাথে আচরণ করার একটি উদ্দেশ্য ছিল, অন্যথায়, এটি ভারতের সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক আদেশ লঙ্ঘনের প্রভাব ফেলবে, এই ভিত্তিতে যে অসমদের সমান হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই, সমালোচনা এবং ভবিষ্যতের মামলা-মোকদ্দমা এড়ানোর জন্য, সরাসরি নিয়োগের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং শূন্য পদগুলির বিরুদ্ধে পদোন্নতি পেতে পারে এমন ব্যক্তিরা সুবিধা দাবি করার অধিকারী হবেন। যেহেতু উত্তরদাতা এই বিভাগে পড়েননি, তাই স্পষ্টতই, তিনি উচ্চতর স্কেলের অধিকারী ছিলেন না।

২৪, সুতরাং, উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বোর্ডের দ্বারা কোনও অবৈধতা করা হয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং, আমাদের বিবেচিত মতে, হাইকোর্ট এটিকে বাতিল এবং বাতিল করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভুল করেছে।

২৫, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায়ের সমালোচনামূলক পরীক্ষা ১৯৯০ সালের আদেশের প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং বোর্ডের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিধানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। নিঃসন্দেহে, এটি সত্য যে ১৯৯০ সালের আদেশটি কেবল স্থবিরতা দূর করার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছিল তবে এটি কোনও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বশর্ত যোগ্যতা পূরণ না করলেও উচ্চতর বেতন স্কেলের অধিকারী হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার দেবে না। অন্য কথায়, যদি তিনি প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অধিকারী হন কিন্তু এই ধরনের পদের অনুপলব্ধতার কারণে উচ্চতর পদ পেতে অক্ষম হন, তবেই তাকে ২৩-৪-১৯৯০ এর আদেশ অনুযায়ী স্থবিরতায় ভুগছেন বলে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে।

১৯। পঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনগুলি এই আদালত পরীক্ষা করে দেখেছিল যে, দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনটি শুধুমাত্র সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সুবিধা পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই আদালত জানতে পেরেছে যে, রেগুলেশন ৭ (ক) (i) এবং রেগুলেশন ১০ (৪)-এর অধীনে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে আইনি কল্পকাহিনী সীমাবদ্ধ। এটি কেবল সেই সমস্ত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাঁরা রেগুলেশন ১০-এর ৪ নং ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পদোন্নতি পেয়েছেন, যারা A.M.LE-এর উভয় অংশ (এ) এবং (বি) পাশ করা কর্মচারীদের পদোন্নতির সাথে সম্পর্কিত। পরীক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং সরাসরি নিয়োগের সেই শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ৯ শতাংশ পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

২০. শ্রী কৃষ্ণ কুমার ভিজ, রিপোর্ট করা রায়ে, A.M.LE-এর যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না এবং তাই রেগুলেশন ১০.৪-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ৭ (এ) (আই)-এর পরিপ্রেক্ষিতে কখনও নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমান আপিলগুলিতে, কোনও দাবি নেই যে কোনও আবেদনকারী A.M.LE-এর উভয় অংশেই যোগ্যতা অর্জন করেছেন। পরীক্ষা যা 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির সমতুল্য' বলে বিবেচিত হয়। আবেদনকারীরা কেবল ডিপ্লোমাধারী হওয়ায় রেগুলেশন ৭ (এ)-এর অধীনে পদোন্নতি পেয়েছিলেন যা রেগুলেশন ১০.৪-এর সাথে পড়ে। ১২ বছরের চাকরির পরে সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, যা তারা কখনও গ্রহণ করেননি বা ব্যর্থ হননি। আবেদনকারীরা কেবল তখনই কৃপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গার্গের সমতুল্য দাবি করার অধিকারী হতেন, যদি তাঁরা যোগ্য হতেন এবং সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে সেই কর্মচারীদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলির বিপরীতে পদোন্নতি পেতেন। ফলস্বরূপ, আবেদনকারীরা কৃপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গার্গের সমতুল্য ৯/১৬ বছর শেষ করার পরে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতি দাবি করতে পারবেন না।

২১. কৃপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গর্গকে প্রদত্ত সময়সীমার পদোন্নতি স্কেলের ভিত্তিতে বৈষম্য ও স্বেচ্ছাচারিতার আবেদনকারীদের দাবি টেকসই বলে প্রমাণিত হয়নি। আবেদনকারীরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, এই ব্যক্তিদের নিয়মাবলীর ৯ নং বিধিমালা অনুসারে ৭ (ক) (আই) বিধিমালা অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। অন্যদিকে, আবেদনকারীদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডারে তাদের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী সহকারী ইঞ্জিনিয়ার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপন যা কৃপাল সিং মঙ্গত এবং রাজ কুমার গার্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না কারণ তারা পরিবর্তে প্রথম প্রজ্ঞাপনের আওতায় রয়েছে।

২২. প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, বোর্ডের যে কর্মচারীরা তাঁদের প্রাথমিক নিয়োগের ৯ বছরের মধ্যে পদোন্নতি অর্জন করেননি, তাঁরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতি পাওয়ার অধিকারী। যদি তাঁদের প্রথম ৯ বছরের মধ্যে পদোন্নতি দেওয়া হয়, তা হলে ৩ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাঁদের পরবর্তী পদোন্নতি দেওয়া যাবে না।

২৩। অতএব, হাইকোর্টের বিতর্কিত রায়ে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণ কুমার বনাম মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আবেদনকারীরা অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে সময়সীমার মধ্যে পদোন্নতি পাওয়ার অধিকারী নন।

২৪। ২৩ বছর পর আবেদনকারীরা পদোন্নতি স্কেল পাওয়ার অধিকারী এই যুক্তি রিট পিটিশনে বা এমনকি বর্তমান আপিলগুলিতেও সেট আপ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে লিখিত জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের যুক্তি প্রথমবারের মতো উত্থাপিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে এই পর্যায়ে এই ধরনের একটি বাস্তব যুক্তি উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

২৫. উক্ত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা হাইকোর্টের আদেশে এমন কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না যা এই আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

দিব্যা পাণ্ডে আপিল খারিজ

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sk. Naved Shahariar